পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন

৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বৎসরের জন্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। সভার শুরুতেই আমি বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, কোম্পানির সম্মানীত শেয়ারহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনাদের একান্ত সহযোগীতা, প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরনার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ ১৯৮৭, আর্ন্তজাতিক হিসাব মান (আইএএস) এবং আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) অনুসারে প্রস্তুতকৃত কোম্পানির ৩০শে জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকদের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ঃ

বর্তমান বিশ্বঅর্থনীতি অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় মারাত্মক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। বিশ্বব্যাংকের Global Economic Prospects শীর্ষক রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বৎসরে আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধির হার করোনা মহামারীর কারণে অনেকটা স্থিমিত হয়ে আসে। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ ইত্যাদি দেশে করোনা মহামারীর কারণে প্রবৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে বিশ্বের বিভিন্নদেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ২০২১ সালের আগস্ট পরবর্তী সময়ে করোনার প্রকোপ কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়ে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির হার মারাত্নকভাবে কমে যায়। ২০২১ সালের প্রথম দিকে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে উন্নত, উন্নয়শীল এবং অনুন্নত দেশ গুলোতে সামগ্রিকভাবে লক ডাউনের আওতাভুক্ত হয়ে গেলে উৎপাদন এবং বিনিয়োগ মারাত্নকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে বিশ্বব্যাপি লোকজন কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং বেকারত্বের মাত্রা চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলো প্রত্যাশার তুলনায় স্লথগতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন আর্থিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যায়। আইএমএফ এর রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি গুরুতর প্রভাবিত হয়। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি প্রায় ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়।

মূলত ২০২০ সালের প্রথম দিক থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কার্যক্রমে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও ২০১৯ ও ২০২০ সালের প্রথম দিকে এই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনার নেতিবাচক প্রভাব ব্যবসায়িক আস্থাকে বিনষ্ট করেছে ফলে আর্থিক বাজার পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় । ২০১৯ এবং ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায়, বিনিয়োগে মন্দাভাব এবং কোভিড-১৯ এর প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবের কারণে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.০০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছিল।

২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক জনবহুল দেশ। কোভিড -১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশ এক বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। করোনার প্রকোপ এর ফলে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। বস্তুত কোভিড-১৯ দেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব তিনটি প্রাথমিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় ঃ প্রথমত ২৬ মার্চ ২০২০ সালে বাংলাদেশ প্রথম লকডাউন ঘোষণা করে যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়। ২০২১ সালের ৫ এপ্রিল থেকে দেশে দ্বিতীয় বারের মত লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের কারণে দেশের শীর্ষ স্থানীয় উৎপাদন ও বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে; দ্বিতীয়ত, তৈরী পোষাক খাতে (আরএমজি) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে এবং তৃতীয়ত, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হ্রাস পেয়েছে (আইএমএফ-২০২০)।

মহামারী প্রাদুর্ভাবের আগে বাংলাদেশের মোটামুটি একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল, যা দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সাহায্য করেছে। ২০১৯ সালে যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ, ২০২০ সালে এসে তা কমে দাঁড়ায় ৩.৮ শতাংশে এবং ২০২১ সালে প্রায় ৪.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। অনুমান করা যেতে পারে যে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালের ৭.৯ শতাংশের বেশি হবে না (NORDEA TRADE -2021)। বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প গুলো (যেমন: পদ্মা সেতু, পদ্মা রেল লিংক, কর্ণফুলী রোড টানেল এবং বৃহত্তর ঢাকা টেকসই আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প) চীন থেকে স্বল্পমেয়াদী আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা লাভ করে থাকে। এই সব প্রকল্পের অনেকটায় মহামারীজনিত কারণে বাধাগ্রস্থ হয়েছিল।

বাংলাদেশে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত, যা দেশের জিডিপিতে যথাক্রমে ১৮ শতাংশ, ২৯ শতাংশ এবং ৫৩ শতাংশ অবদান রাখে, করোনা মহামারীতে বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (২০২০) এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ তার জিডিপি থেকে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার হারানোর এবং করোনার কারণে প্রায় ৯ মিলিয়ন মানুষ চাকুরী হারানোর আশংকা করা হয় (Begum et al. 2020)। এই সব ক্ষতি পুষিয়ে উঠার জন্য সরকার বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া মহামারির প্রভাব মোকাবেলায় সরকার যে, কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানো, বৈদেশিক কর্ম সংস্থান থেকে আয় বাড়ানো এবং আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জিডিপি র‍্যাংকিং অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি। বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগ পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। অনুকুল আবহাওয়া, সহায়ক মুদ্রানীতি এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের ফলে ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৫.৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় গড়ে ৫.৬৫ শতাংশ। মুদ্রা স্ফীতি, সুদের হার এর মত সূচক সমূহ আভ্যন্তরীন বিনিয়োগের জন্য এখন অনুকুল পর্যায়ে আছে।

শিল্পের উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। দারিদ্র্যের হার ও ব্যাপ্তি উভয়ই ধীরে ধীরে কমে আসছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এরই মধ্যে ১৮ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। ন্যাশনাল সোস্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজির (এনএসএসএস) আওতায় সামাজিক সুরক্ষা জাল কর্মসূচির সুযোগ ও বরাদ্দ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বর্তমানে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্রতা কমিয়ে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ ও অপুষ্টির হার কমিয়ে ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

৩। কাগজ শিল্পের সার্বিক অবস্থা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরেও বাংলাদেশের কাগজ শিল্প মারাত্নক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় যা আলোচ্য বৎসরে এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। মূলত ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের আংশিক এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশের কাগজ শিল্প করোনা সংকটে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে আলোচ্য অর্থ বৎসরে প্রায় সারা বৎসরব্যাপি ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, বিপনন মারাত্নকভাবে প্রভাবিত হয়। বৎসরের মাঝামাঝি সময় আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যেমন সফটউড পাল্প এবং হার্ডউড পাল্প, বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড / রিকভার্ড পেপার এবং পেপার বোর্ড এর দাম মারাত্নকভাবে বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে দেশীয় বাজারেও এর প্রভাবে বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড / রিকভার্ড পেপার এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কাগজ শিল্প সংশ্লিষ্টদের মতে, কোভিড-১৯ এর ধাক্কায় দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ কাগজ শিল্প সংকটে পড়েছে, যাতে এই শিল্প খাতের পণ্য বিক্রি কমেছে প্রায় ৯১ শতাংশ। বাংলাদেশ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশনের (বিপিএমএ) হিসাব মতে, করোনা ভাইরাস সনাক্তের পর থেকে এ পর্যন্ত কাগজ শিল্পে ক্ষতি প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা। এই খাতে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রায় পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা। উৎপাদন বন্ধ, অবিক্রিত পণ্যের মজুদ বৃদ্ধি, পরিচালন ব্যয় ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন উদ্যোক্তারা।

দেশের কাগজ মিল সমূহ অফসেট, নিউজপ্রিন্ট, লেখা ও ছাপার কাগজ, প্যাকেজিং পেপার, ডুপলেক্স বোর্ড, মিডিয়া পেপার, লাইনার, স্টিকার পেপার, সিকিউরিটি পেপার ও বিভিন্ন গ্রেডের টিস্যু পেপার উৎপাদন করে। তবে উৎপাদিত পণ্যের ৭০-৭৫ শতাংশই লেখা এবং ছাপার কাগজ যা শিক্ষার অন্যতম উপকরণ। মহামারীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এই পণ্য বিক্রিতে ধস নেমেছে। বিগত প্রায় দেড় বৎসরেরও বেশী সময় ধরে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তথা সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় যেমন বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা সমূহ নেওয়া সম্ভব হয়নি, তেমনি অনুষ্ঠিত হয়নি বিভিন্ন পাবলিক ও ভর্তি পরীক্ষা সমূহ। পরীক্ষায় ব্যবহৃত খাতা সমূহ পরবর্তীতে অত্র কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকায় কাগজ শিল্পের কাঁচামালের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে কাঁচামালের চাহিদার বিপরীতে যোগান কম থাকায় কাঁচামালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিভিন্ন প্যাকিং মেটেরিয়াল যেমন, মিডিয়াম পেপার, বক্স বোর্ড, গাম টেপ, লাইনার পেপার এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত কেমিক্যালের দামও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সহ যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লকডাউনের আওতায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন ধরনের খাতা, গাইড বই, নোট বই সহ যাবতীয় মুদ্রণ শিল্পে ব্যবহৃত কাগজের চাহিদা মারাত্নকভাবে হ্রাস পায়। যার ফলে কাগজের উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানও মারাত্নক সংকটের মধ্যে পতিত হয়। অন্য দিকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিস সমূহ অনলাইন ভিত্তিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ কর্ম সম্পাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় কাগজ এর ব্যবহার কমে যায়। অনুরূপভাবে লোকজন প্রিন্ট মিডিয়া এর পরিবর্তে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়া এবং অন লাইন পোর্টাল এর দিকে ঝুঁকে পড়ায় কাগজ এর চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া একদিকে পেপার এবং পেপারজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং অন্যদিকে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়না যা এই শিল্পের লাভজনকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হিসাবে কাজ করে। ইতোমধ্যে এই শিল্পের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করার ফলে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসার চলমান অবস্থা ধরে রাখার জন্য অধিকতর কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে এই শিল্প মারাত্মকভাবে ঝুঁকি এবং লোকসানের সম্মুখীন হয়।

৪। বাংলাদেশের টিস্যু এবং কাগজ শিল্পের সার্বিক অবস্থা ঃ

কাগজ এবং সমজাতীয় পণ্য

বর্তমানে কাগজ এবং টিস্যু শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে উত্তর আমেরিকা, উত্তর ইউরোপিয়ান দেশ সমূহ এবং পূর্ব এশিয়ার কাগজ শিল্প, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া কাগজ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত এবং চায়না বিশ্বের কাগজ শিল্পে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশেও যে ভাবে কাগজের চাহিদা ও উৎপাদন উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ধারাবাহিকতায় দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের কাগজ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। মাত্র কয়েক বৎসর আগে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত কাগজের মাধ্যমে দেশীয় চাহিদা পুরণ করা হত, কিন্তু বর্তমানে দেশীয় উৎপাদন কারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় কাগজের চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০০টির মত কাগজ এবং সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা পাঁচ বৎসর আগে ছিল মাত্র ৫০টি। আরো প্রায় ১৫-২০টি প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে উৎপাদন পর্যায়ে যুক্ত হতে যাচ্ছে।

টিস্যু এবং সমজাতীয় পণ্য

বাংলাদেশে টিস্যু মার্কেট গত এক দশকের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। নগরায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্পোরেট কালচারের বিবর্তনের ফলে টিস্যু পণ্যের ব্যবহার বিগত দশকের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বর্তমানে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বহিঃ বিশ্বেও রপ্তানি করছে। বর্তমানে অনেক স্বনামধন্য শিল্প পরিবার টিস্যু এবং টিস্যুজাতীয় পণ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে যেমন দেশে প্রচুর কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে তেমনি আয় হবে প্রচুর বৈদেশীক মুদ্রা ।

চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান।

পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ যেমন চীন ইতোমধ্যে পেপার, টিস্যু এবং সমজাতীয় পণ্য পরিবেশগত সমস্যার কারণে উৎপাদন অনেকাংশেই বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে ইতোমধ্যেই পেপার, টিস্যু এবং সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন থেকে সরে আসছে। এমতাবস্থায় দেশে এবং বর্হিবিশ্বে পেপার, টিস্যু এবং সমজাতীয় পণ্যের একটি বড় বাজার তৈরী হতে যাচ্ছে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, দেশে পেপার এবং টিস্যু পণ্যের চাহিদা বৎসরে প্রায় ১০ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। টিস্যু এবং পেপার পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরবরাহের সাথে একটি বড় ব্যবধান সৃষ্টি হবে।

৫। টিস্যু পণ্য উৎপাদন প্রকল্পের পর্যালোচনা ঃ

২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। উক্ত প্রকল্পকে উৎপাদন উপযোগী করার লক্ষ্যে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সংস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে উৎপাদন শুরু করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন করতে এবং উৎপাদন শুরু করতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আরো অনেক নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে এই মুহূর্তে কোম্পানির পক্ষে নতুন যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে চলতি মূলধনের জন্য অর্থ সংস্থান করা জরুরী।

এছাড়াও টিস্যুর মূল মেশিন থেকে উৎপাদিত পণ্যকে বিভিন্ন সাইজে, গ্রেডে এবং মানে রুপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কনভার্টিং মেশিনের সংকট থাকায় পূর্ণ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মূল মেশিনের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে হলে আরো নতুন কিছু কনভার্টিং মেশিন সংস্থাপন করা প্রয়োজন।

একদিকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ত্রুটি উপেক্ষা করে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন পরিচালনা করা যেমন চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সংস্থাপন, কাঁচামাল এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোন ভাবেই উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোম্পানির আর্থিক ব্যয় এবং অন্যান্য উপরি ব্যয় মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া উক্ত পণ্যের প্রধান কাঁচামাল, কেমিক্যাল এবং অন্যান্য উপরিব্যয়ের হার তুলনা মূলকভাবে বেশি।

অধিকন্তু, ইতোমধ্যে উক্ত পণ্যের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করেছে। বর্তমান প্রতিযোগীদের সাথে পাল্লা দিয়ে উক্ত পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং বাজারে পণ্যের অবস্থান শক্ত করার লক্ষ্যে ডিলার / ক্রেতাকে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে অন্যান্য পণ্যের চেয়ে উক্ত পণ্যের বিক্রয় ব্যয় বেশি। তাছাড়া গ্যাসের সংকট এবং প্রচন্ড বিদ্যুৎ- বিভ্রাটের কারণেও উক্ত প্রকল্পের নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিক্রয় এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

৬। বিক্রয় কার্যক্রম ও পণ্যভিত্তিক ফলাফল ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে করোনা মহামারীর কারণে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় এবং বিপণন ব্যবস্থা ছিল সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশ ব্যাপি লকডাউনের কারণে দেশ জুড়ে বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট, ডিপু পয়েন্ট, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকার কারণে টিস্যু এবং কাগজের চাহিদা মারাত্মকভাবে কমে যায়। তবে আশার বিষয় এই যে দেশে করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব কমে গেলে এবং স্কুল, কলেজ,

মাদ্রাসা, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং রীতি নীতি ইত্যাদি স্বাভাবিক হলে টিস্যু এবং কাগজের বাজার ভাল হবে এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিক্রয় তথা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। অত্র প্রতিষ্ঠান ২টি প্রোডাক্ট লাইন থেকে বিভিন্ন গ্রেডের এবং বিভিন্ন পরিমাপের পণ্য উৎপাদন করে থাকে,

নিম্নে পণ্যভিত্তিক বিক্রয় রাজস্ব উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-১ ঃ পণ্যভিত্তিক বিক্রয় কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭
রাইটিং প্রিন্টিং বিক্রয়	-	-	১১,২১,০৪,৩৫৫	-	২২,৮৯,৯৪,৪৩৮
ব্রাইট নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়	১৭,০৯,৮৬,৮০০	৩০,৫৫,১৯,২৬৬	২৭,৭৯,৮৪,৩৬২	২৪,৩০,৩৫,৭৫৮	৯,৮৫,০৬,২৮৭
মিডিয়াম পেপার বিক্রয়	১,৪৬,৭৬,৮০৩	১৩,৯৪,০৯৯	৩২,৪৬,৮২১	৬৫,৯৭,১৩৫	১,১৩,৬১,০৪৫
বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়	-	-	১,২৫,০৬,২১৭	৩,২৯,৫৬,৩৬১	২২,৭৬,৪০৩
এমজি নিউজপ্রিন্ট পেপার	৭,৯৭,০০,৯৫৬	৭,১২,৬০,৮৭৯	৪,০২,৩২,৪৭৬	-	-
বিভিন্ন গ্রেডের টিস্যু	১৩,৪১,২৬,১৫৭	১০,৪৯,২৬,১২৪	৪,৮৭,৬৮,১৪৯	-	-
খাতা	৮,৪২,৮৬০	-	-	-	-
মোট বিক্রয়	৪০,০৩,৩৩,৫৭৬	৪৮,৩১,০০,৩৬৮	৪৯,৪৮,৪২,৩৮০	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	৩৪,১১,৩৮,১৭৩

৭। ঝুঁকি সমূহ ঃ

কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(i) **সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ**

সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোম্পানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা কাগজ শিল্প ও শিল্পায়ন প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে অত্র শিল্পের উৎপাদন, ক্রয় ও বিপণন কার্য পরিচালিত হয়। স্থির ও সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত।

(ii) **বাহ্যিক বিষয়াবলী ঃ**

মহামারী, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রভাবিত হয়।

(iii) **মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন ঃ**

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলের কাঁচামাল অধিকাংশই আমদানী নির্ভর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারনে কোম্পানির মুনাফা প্রভাবিত হয়।

(iv) **অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকি ঃ**

অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে যেমন তারল্য ঝুঁকি, অনাদায়ী দেনা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বাজার ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং সুদের হারের পরিবর্তন ঝুঁকি অন্যতম যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। হিসাব বিবরণীর নোট ৪০.০০ এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

(v) **ঝুঁকি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন ঃ**

যদি ও বেশির ভাগ ঝুঁকি কোম্পানি বিশেষের আয়ত্বের বাইরে, এইরূপ প্রত্যেক ঝুঁকির বিষয়ে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখে এবং পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণ, দক্ষভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল ঝুঁকির মোকাবেলা ও কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জন করে। পরিবেশ বিধিমালার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ ভাল মানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানায় ব্যবহৃত পানির ৮০-১০০ ভাগ পরিশোধন করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উন্নতমানের Effluent Treatment Plant স্থাপন করেছে। আগুন, বন্যা, ভুমিকম্প ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করার জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে যা পরিচালনগত ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

৮। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিক্রিত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করছি।

টেবিল-২ ঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

বিবরণ	২০২০-২০২১		২০১৯-২০২০		২০১৮-২০১৯	
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
বিক্রয়	৩৮,৯৯,৬৮,১৯৫	-	৪৭,৩০,৮৪,৯১৫	-	৪৮,৪০,০৯,১৮৯	-
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	৩৩,০৩,৫২,৮৫০	৮৪.৭১	৩৯,৫৭,৩২,৫৮৪	৮৩.৬৪	৪১,৭৭,৪৬,৪১৫	৮৬.৩০
মোট মুনাফা	৫,৯৬,১৫,৩৪৬	১৫.২৯	৭,৭৩,৫২,৩৩১	১৬.৩৪	৬,৬২,৬২,৭৭৪	১৩.৭৯
নীট মুনাফা	(২,৪৩,০৬,৯২৪)	(৬.২৩)	১৪,২০,২৬৬	০.৩০০	(২,১১,৩৫,২১৩)	(৪.৩৬)

৯। উৎপাদন ঃ

সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা, তদারকি, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও চলমান মেশিনারী সংযোজন, বিয়োজন, রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম সচল রেখে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রানোদনার মাধ্যমে জনশক্তি, জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিবিড় তদারকির মাধ্যমে পণ্যের মান সংরক্ষণ করে উৎপাদন ব্যয় যৌক্তিক স্তরে রাখার দিকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উৎপাদনের সর্বস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন আমাদের একান্ত লক্ষ্য।

১০। উৎপাদন পর্যালোচনা ঃ

টেবিল-৩ ঃ উৎপাদন

বিবরণ	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮
উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	১৩,৫০০	১৩,৫০০	১১,২৫০	৭,৫০০
প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৩,৯১৮	৫,১৭৫	৪,৮৭২	৪,৪১৯
উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	২৯.০৩%	৩৮.৩৩%	৪৩.৩১	৫৮.৯২
বিক্রয় (মেট্রিক টন)	৪,১৪৩.৯৪	৪,৭০২.৩১	৪,০৩০.৭৬	৪,৭৭৯

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন, করোনা মহামারী, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা, ঘন ঘন মেশিনারী ব্রেকডাউন হওয়ায় চলতি বৎসরের উৎপাদন বিগত বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে আশা করি করোনা মহামারী স্বাভাবিক পর্যায়ে আসলে, সার্বিক পরিস্থিতি অনুকুল হলে এবং সংযোজিত মেশিনারীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী বৎসর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হিসাব বিবরণীর নোট নম্বর ৪১ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১১। অস্বাভাবিক মুনাফা / (ক্ষতি) ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির কোনরূপ অস্বাভাবিক মুনাফা / ক্ষতি (Extra ordinary gain or loss) ছিল না।

১২। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানির সাথে আর্থিক লেনদেন ঃ

সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ হিসাব বিবরণীর নোট ৪২.০০ এ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১৩। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঃ

কোম্পানীর ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের মধ্যে কিছু ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনা মহামারীর কারণে বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হওয়ায় মূলত এই ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সমূহ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১৩(ক)। বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনাঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের বিক্রয়, ব্যয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

টেবিল-৪ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০২০ - ২০২১ (টাকায়)	২০১৯ - ২০২০ (টাকায়)	২০১৮ - ২০১৯ (টাকায়)
মোট বিক্রয়	৩৮,৯৯,৬৮,১৯৫	৪৭,৩০,৮৪,৯১৫	৪৮,৪০,০৯,১৮৯
মোট ব্যয়	৪১,৭৭,৮০,৫৩৭	৪৭,০৬,২৭,২৪৭	৪৯,১৭,৫৯,৯৫০
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	৩,২০,০৪,৩৪৬	৫,৪৫,২৭,৭৩৮	(৭৭,৫০,৭৬১)
অন্যান্য আয়	৪৭,৭৮,৩২৫	৮৯,৮৩,৪৬৯	২২,৪২,৮০৪
নীট মুনাফা /(ক্ষতি)	(২,৪৩,০৬,৯২৪)	১৪,২০,২৬৬	(২,১১,৩৫,২১৩)

১৩(খ)। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা ঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণীর বিক্রয়, ব্যয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

টেবিল-৫ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০২০-২০২১ (টাকায়)			২০২০-২০২১ (টাকায়)
	জুলাই ২০২০ - সেপ্টেম্বর ২০২০	অক্টোবর ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০	জানুয়ারি ২০২১ - মার্চ ২০২১	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১
মোট বিক্রয়	১২,৬২,৯১,৮৭১	১১,২৮,৫৭,৪৬৪	৮,৬০,৩১,৮০০	৩৮,৯৯,৬৮,১৯৫
মোট ব্যয়	১৩,০৭,৭৯,১৭৩	১১,৮৯,৪১,১৮৫	৯,২৭,১৫,৭১৪	৪১,৭৭,৮০,৫৩৭
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	(৪৪,৮৭,৩০১)	(৬০,৮৩,৭২০)	(৬৬,৮৩,৯১৩)	৩,২০,০৪,৩৪৬
অন্যান্য আয়	৮,৫৩,৬৫০	১২,১৪,৮৮২	২১,৭১,৩০২	৪৭,৭৮,৩২৫
নীট মুনাফা /(ক্ষতি)	৪,১৫,৬৬৯	(৮৬,৯৭,৭১৭)	(৮২,২৩,৫১৭)	(২,৪৩,০৬,৯২৪)

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণীর বিক্রয়, ব্যয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

টেবিল-৬ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০১৯-২০২০ (টাকায়)			২০১৯-২০২০ (টাকায়)
	জুলাই ২০২০ - সেপ্টেম্বর ২০২০	অক্টোবর ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০	জানুয়ারি ২০২১ - মার্চ ২০২১	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১
মোট বিক্রয়	১৪,৫৪,৮৩,৯২৯	১৩,৬৮,৭২,৯৯৯	১৪,৪৯,২৮,৯৪১	৪৭,৩০,৮৪,৯১৫
মোট ব্যয়	১৪,৭৫,৯৬,৪৫০	১৩,৯৩,০৫,৫৬৬	১৫,০৭,১৮,৪৬৬	৪৭,০৬,২৭,২৪৭
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	(২১,১২,৫২১)	(২৪,৩২,৫৬৭)	(৫৭,৮৯,৫২৫)	৫,৪৫,২৭,৭৩৮
অন্যান্য আয়	৪,৩৭,৫২৭	২,৭৮,৩৭০	১৯,০৬,৯৬১	৮৯,৮৩,৪৬৯
নীট মুনাফা /(ক্ষতি)	(৪২,৪৮,৯১৮)	(৪৮,০৬,৫৫১)	(৬৫,৩১,৮১৬)	১৪,২০,২৬৬

২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানের মূল কারণ সমূহ নিম্নোরূপ ঃ

(i) রিপোর্টিং পিরিয়ডে বিক্রয়ের মোট পরিমাণ এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্যের ব্যবধান।

(ii) রিপোর্টিং পিরিয়ডে বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়ের ব্যবধান।

(iii) রিপোর্টিং পিরিয়ডে আর্থিক ব্যয়ের ব্যবধান।

(iv) রিপোর্টিং পিরিয়ডে কোভিড -১৯ এর প্রভাব।

১৪। পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের ভাতা / সম্মানী ঃ

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত পরিচালক পর্ষদের অন্যকোন সদস্যকে কোন ধরনের মাসিক সম্মানী, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি কোম্পানি হতে প্রদান করা হয় না যা হিসাব বিবরণীর নোট নং-২৯.১ এ বর্ণিত রয়েছে। আর্থিক বৎসরে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে মোট প্রদত্ত সম্মানী নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

টেবিল -৭ ঃ পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের ভাতা / সম্মানী ঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	টাকা
০১	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ	চেয়ারম্যান (৩০/০৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	----
০২	জনাবা হোসনে আরা বেগম	চেয়ারম্যান (০৪/০৫/২০২১ তারিখ থেকে)	----
০৩	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	ভাইস চেয়ারম্যান (০৪/০৫/২০২১ তারিখ থেকে)	----
০৪	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	----
০৫	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ থেকে)	২,৫৮,৫০০
০৬	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ থেকে)	----
০৭	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	----
০৮	জনাব এস. এম. নছরুল কদির	স্বতন্ত্র পরিচালক	----
০৯	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	----

১৫। পরিচালক পর্ষদের সভার উপস্থিতিঃ

আলোচ্য বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পর্ষদের সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

টেবিল-৮ ঃ পরিচালক পর্ষদের সভার উপস্থিতি ঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ	চেয়ারম্যান (৩০/০৪/২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	০৫	০৪
০২	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	০৫	০১
০৩	জনাব এস. এম. নছরুল কদির	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৫	০৫
০৪	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	০৫	০৫
০৫	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ থেকে)	০৫	০৫
০৬	জনাবা হোসনে আরা বেগম	চেয়ারম্যান (০৪/০৫/২০২১ তারিখ থেকে)	০৫	০৫
০৭	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	ভাইস চেয়ারম্যান (০৪/০৫/২০২১ তারিখ থেকে)	০৫	০৫
০৮	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩০/০১/২০২১ তারিখ থেকে)	০৫	০৫
০৯	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৫	০৫

১৬। শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন ঃ

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন Annexure (ii) এ বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৭। লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আপনারা অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে আলোচ্য অর্থ বৎসরের সারা বৎসরব্যাপি দেশ বিদেশে কঠোর লকডাউন বিরাজমান থাকায় সামগ্রিক কাগজ শিল্পের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ বাধাগ্রস্থ হয়। তাছাড়া আলোচ্য অর্থ বৎসরে সারা বৎসরব্যাপি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিভিন্ন প্রিন্টিং মিডিয়া, বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট, ডিপো পয়েন্ট, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহ বন্ধ থাকার কারণে টিস্যু এবং কাগজের বাজার হুমকির সম্মুখীন হয়। তাছাড়া বাজারে পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায় পাশাপাশি একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হ্রাস পায়। অন্যদিকে টিস্যু ইউনিটের চলতি মূলধনের স্বল্পতা থাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানে নগদ তহবিলের সংকট বিরাজমান থাকা সত্বেও শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিচালকমন্ডলী ৩০শে জুন ২০২১ সমাপ্ত বৎসরের জন্য স্পন্সর শেয়ার ব্যতিত পাবলিক শেয়ারের উপর ১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে যা ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৮। পরিচালনা পর্ষদ ঃ

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ বর্তমানে সর্বমোট ৮ জন্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত, যার মধ্যে ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক রয়েছেন। অপর ৬ জন এর মধ্যে ১ জন পর্ষদের সভাপতি, ১ জন সহ সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ২ জন সাধারণ পরিচালক রয়েছেন। পরিচালকদের পরিচয় প্রতিবেদনের "Directors Profile" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। অডিট কমিটি ঃ

পরিচালনা পর্ষদের মনোনীত ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত এবং এর মধ্যে ১ জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ৩ জন অ-নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন। নিরীক্ষা কমিটি যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোর্ড অনুযায়ী নির্ধারিত নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। অডিট কমিটির উদ্দেশ্য হল আভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মজবুত এবং কোম্পানির ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা। কমিটির সভায় সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-৯ ঃ অডিট কমিটি সভার উপস্থিতি ঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	সভাপতি	০৫	০৫
০২	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	সদস্য	০৫	০৪
০৩	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	সদস্য	০৫	০৫
০৪	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	সদস্য (৩০/০৪/২১ তারিখ থেকে)	০৫	০১

২০। **মনোনয়ন ও বেতন কমিটি** ঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোর্ড নং- BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী ০২/১১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৪জন সদস্য সমন্বয়ে মনোনয়ন ও বেতন কমিটি গঠন করা হয়। ৩০/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত মনোনয়ন ও বেতন কমিটি ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে পুনঃগঠন করা হয়।

বিগত ৩০/০৫/২০২১ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড কার্যালয়ে কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি সভায় কোম্পানির সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব, বেতন কাঠামো ইত্যাদি পর্যালোচনা করেন এবং এই বিষয়ে বোর্ডের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন।

কমিটির সভায় সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

টেবিল-১০ ঃ মনোনয়ন ও বেতন কমিটি সভার উপস্থিতি

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব এস. এম. নছরুল কদির	সভাপতি	০১	০১
০২	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	সদস্য	০১	০১
০৩	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	সদস্য	০১	০১
০৪	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	সদস্য	০১	০১

২১। **পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ ও পুনঃ নিয়োগ ঃ**

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর ৮২ ধারা অনুযায়ী পরিচালক জনাবা হোসনে আরা বেগম, জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ এবং জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছেন তাদের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

২২। **নিরীক্ষক ঃ**

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির বর্তমান বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করার পর অবসর গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশ নং BSEC/SMRRCD/2009-193/104/Admin dated July 27, 2011 এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের জন্য নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়ায় তারা পুনরায় নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পরিচালক পর্ষদের সভায় তাদের পূণঃনিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যা কোম্পানির ২৫তম বার্ষিক সাধারন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২৩। **কর্পোরেট সুশাসন ঃ**

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্পোরেট সুশাসনের শর্তগুলো কোম্পানি যথাযথভাবে পরিপালন করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ এর নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন (Corporate Governance Compliance Report) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য - সংযুক্তি ১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৪। **সরকারী কোষাগারে অর্থ জমাদান ঃ**

কোম্পানী সর্বদা সরকারী আইনকানুন, নিয়মনীতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানি সচেতন ও যত্নবান । ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

টেবিল-১১ ঃ সরকারী কোষাগারে অনুদান

বিবরণ	২০২০-২০২১ (টাকায়)	২০১৯-২০২০ (টাকায়)	২০১৮-২০১৯ (টাকায়)	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)
কর্পোরেট আয়কর বাবদ প্রদান	৪,৯২,৮৩৪	২৪,১২,০৯৩	১৭,০৩,২৯১	৪,৫৬,২১১	১,২১,৮২,৩৫০
আমদানী শুল্ক ও মূসক পরিশোধ	৩,৬৫,৩৮৫	১,০০,১৫,৪৫৩	১,০৮,৩৩,১৯০	৬২,০০,০০০	১,৬৪,৭৫,০০০
লভ্যাংশের বিপরীতে কর কর্তন বাবদ	২,৭২,৭৯৫	২,৬৬,৪৫৮	৩,৪৪,০২৭	১,৯৫,৫০৪	৬,৪১,১৮৮
উৎস কর ও মূসক পরিশোধ	১২,৪৪,২০৭	৭,৪৯,৫৮১	১৫,২৬,৩৯২	১১,৩৯,৮৫৬	১৪,২০,২৭৩
মোট	১,২৩,৭৫,২২১	১,৩৪,৪৩,৮৮৫	১,৪৪,০৬,৯০০	৭৯,৯১,৫৭১	৩,০৭,১৮,৮১১

২৫। সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা ঃ

অত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু বিশেষ করে ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে অত্র কোম্পানি স্টক এক্সেঞ্জের তালিকা ভুক্তির পর থেকে প্রতি বৎসর লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপন করা হয় এবং শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, লভ্যাংশ প্রাপ্যতা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের অধিকার রাখে। সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠান ত্রৈমাসিক, অর্ধ বার্ষিক এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণী একটি দৈনিক বাংলা ও একটি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকায় এবং একটি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ করে থাকে। এছাড়াও কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাদের তথ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা স্টক এক্সেঞ্জের ওয়েব সাইটে ডিসিমিনেইট করা হয়। সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনায় স্টক এক্সেঞ্জ কর্তৃক আরোপকৃত লিস্টিং রেগুলেশন, বিভিন্ন সিকিউরিটিজ আইন, কোম্পানি আইন এবং বিভিন্ন নির্দেশনা সমূহ পালনে কোম্পানি বদ্ধ পরিকর।

২৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মেধা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নয়নে সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র, পরিধি, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ধারণ পূর্বক সময়ে সময়ে পূণঃ বিন্যাস করার ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রণোদনার জন্য বিশেষ প্রনোদনা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সকলের কর্মপ্রেরণা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে কার্যক্ষেত্রে আনয়ন করা হচ্ছে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমশক্তির কাম্য ব্যবহার। কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক প্রানোদনা সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর কোম্পানির নীট মুনাফার ৫%(পাঁচ শতাংশ) শ্রমিক কর্মচারী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃংঙ্খলা ইত্যাদির বিবেচনায় নিয়মিত ভাবে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি সহ বিশেষ প্রনোদনা বোনাস এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুগোপযোগী মানব সম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম ও চলমান রাখা হয়েছে।

২৭। পরিবেশ ও নিরাপত্তা ঃ

কোম্পানীর কারখানার চতুর্দিকে পর্যাপ্ত সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্জ্য নিঃসরণের যথাযথ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংবেদনশীল পরিবেশ অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানায় অবস্থিত সকল সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রাক্ প্রস্তুতি গ্রহণ, তদারকি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বৎসরের ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোম্পানির কাঁচামাল গোডাউন, গ্যাস জেনারেটরের বীমা করা হয়েছে এবং যথারীতি এসিড, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। কারখানার কাঁচামাল ও তৈরী পণ্যের মজুদাগার, মেশিনারিজ সহ স্থাপনা সমূহে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যথারীতি নবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তদুপরি কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। কারখানায় নিঃসারিত প্রাকৃতিক ক্ষতিকর রাসায়নিক নিঃসরণের জন্য ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানীর কারখানায় নিঃসারিত পানি উপযুক্ত রি সাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহার পূর্বক ড্রেইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় যাতে পরিবেশ কোন ভাবে দূষিত না হয় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। কোম্পানির কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত সকল বিপদজনক স্থাপনা সমূহ ও কেমিক্যাল মজুদাগারে যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষন ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানির কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সর্বোপরি পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিধিমালাও যথারীতি অনুসরন করা হচ্ছে এবং সকল সরকারী নির্দেশনা যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সঠিক সংখ্যক প্রহরীর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেস্টনী রাখা হয়েছে।

২৮। আর্থিক বিবরণীর ব্যাপারে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্বঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি-ডি/২০০৬-১৫৮/ ২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নিশ্চিত করছে যে ঃ

(ক) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে এর কর্মকান্ড, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন সম্পর্কে যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে;

(খ) কোম্পানির হিসাবের বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে;

(গ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় উপযুক্ত হিসাবনীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবের প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞ বিচারবোধের ভিত্তিতে করা হয়েছে;

(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যেকোন ব্যত্যয় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল বলিষ্ঠ এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;

(চ) একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় কোম্পানির সামর্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন দ্বিধা নেই;

(ছ) কোম্পানির কার্যক্রমের ফালাফলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যত্যয় রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(জ) কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে পাঁচ বৎসরের উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

২৯। স্বীকৃতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিঃ, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা, নিরীক্ষক ও সরবরাহকারী সহ সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ সহযোগিতার হাত আমাদের প্রতি প্রশস্ত থাকবে এই কামনা করছি। ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা উত্তরণে যারা সার্বিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে সেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্তরিকতা, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই আশা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

হোসনে আরা বেগম

চট্টগ্রাম
তারিখ ঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২১

হোসনে আরা বেগম
চেয়ারম্যান